রোজনামচা: ভালোবাসা

ওদের মধ্যে প্রেম ঠিক কতটা ছিল আমি জানি না। হয়তো ছিল হয়তো নেই। তবে হুলস্থুল ভালোবাসাবাসি ছিল,ছিল বন্ধুত্বের গভীরতর অনুরাগ। দু'জনেরই বন্ধু আমি,দেখেছি -শুনেছি,শুনছি ওদের আবেগী শব্দের রং-মুখচ্ছবি, দুঃখের জল, জল-রং মেশামেশি আঁধার-আলো-রঙধনু। আমি ওদের কথা লিখব,লিখব বলে কলম নিয়েছি, ভালোবাসার অস্তিত্ব সংকটে ভোগা এই পৃথিবীতে ওরা কেমন ছিল কিংবা এখন আছে তা কারও কারও জানা খুব দরকার।

০১) মৌন,তুই আবার কেটেছিস্ চুল?
তোকে কেমন লাগছে জানিস্?-
যেন ঠিক একটা গলা ছেলা 'মুরগী'।
-তবু তো অভিক, তুই গায়ের কাপড়ের
মতো আমার সাথে সাথেই ঘুরবি।
এই এই রাগ করলি?-
যা বাবা মেনে নিলাম করেছি ভুল
আয়ু সমান লম্বা হবে,কাটব না আর
কস্মিনকালেও চুল।*

০২) অভিক, তুই তো জানিস আমার
ফোনে কথা বলার ঝক্কি কত। কেন বারবার
টাইম মিস করিস বলতো?রাত আটটায়
বের না হলে তোর কি হয়?
আড্ডাটা একটু কমা। আগামী তিনদিন
ফোনে কথা হবে না,যতই চাস্ না
কান ধরে ক্ষমা।

০৩) মৌন,তোরা মেয়েরা আসলেই বড্ড
বেশী যুক্তিহীন চলিস্ । শুন্ ফুলিশ,
আড্ডা মারতে মোটেও যাইনি,গিয়েছিলাম
ফার্মেসী; শুনবি কাহিনী?-মায়ের হাত কেটে
একসা,বাসায় কেউ ছিল না,আমিই ডাকলাম
রিক্শা । তিনটা স্টিচ পড়লো,বাসায় ফিরতে
ফিরতে ঠিক সোয়া দশ...
তুই কি এখনো শান্তি বহাল রাখবি?
বুঝছিস না আমি একদম নির্দোষ!

৪) খালাম্মা এখন কেমন আছেন?
-একটু ভালো।
খেয়াল রাখিস যেন বিশ্রামে থাকেন
-রাখব, গতকালই সেলাই কাটলো।
হুঁ, ক'দিন ক্লাশ কামাই দিলি,
লেকচারগলো তুলেছিস?
-মৌন, ক'দিন তোর সাথে দেখা করা
কামাই দিলাম; সেইদিনগুলোর

---

* মৌন এবং অভিক এখানে মূল পাত্র পাত্রী;একজনের কথার জবাবে আরেকজন পরবর্তী কথা বলছে ধারাবাহিকতাটা সেভাবেই ধরে নিতে হবে।

জমানো গল্প, ছোটসুখগুলো তুলে দিবি?
-অভিক, আমার যা কিছু ভিতর-
বাহির সবই তো তুই নিবি।

০৫) হ্যালো, কি সৌভাগ্য এই অসময়ে
তুই ফোন ধরলি মৌন!
-তোর গলা এমন কেন?ঠাণ্ডা লেগেছে?
জ্বর?
একটু ধীরে প্রশ্ন কর। গায়ে মাত্র
একশ চার ডিগ্রী উত্তাপ; গলায়
প্রচন্ড ব্যথা,- ডাক্তার বলেছে
ফ্যারেনজাইটিস।
-হবেই তো ! আরও বেশি বেশি
সিগারেট টানিস। অভিক কি হয়
যদি আমার একটা কথা শুনিস?
মৌন, জ্বর টর উবে যাবে, গলা
কিশোর কুমারের গান গা'বে-
শুধু একটিবার যদি তুই আমার
মাথায় হাত রাখিস ।

০৬) আগামীকাল বৌদ্ধপূর্ণিমা,
মৌন, আসবি সন্ধ্যার পর?
ঘণ্টায় রিকশা নেব, একসাথে
জোছ্না স্নান, পৌঁছে দেব
আমি তোকে ঘর।
অভিক, এমন কিছু কেন চাস
যা আমার ইচ্ছা থাকলেও
দিতে পারি না। আমার অপারগতা
সারারাত রক্তাক্ত করবে বিছানা
বালিশ;
নোনা জল ঝরবে, ভেসে যাবে
চোখের কার্নিশ।

০৭) আজ খুব ভোরে একেবারে আযানের
আগে উঠেছি। উঠেই মনে হলো,
ইস্, অভিকটা যদি পাশে থাকতো!
থাকলে কি হতো বলতে পারিস?
পারলি না তো বলতে!- মালা বদলের
জন্যে টাটকা শিউলির দু'টো
মালা নির্ঘাৎ হাতে পেতিস্ ।

০৮) পরীক্ষার আর মাত্র সাতদিন, অভিক;
কোনভাবেই ফোন -দেখা হবে না।
এ ক'টা দিন এভাবেই অভিযোজিত

হতে শিখ।
-খুব করে পরীক্ষা দে মৌন।
তোর দেয়া সুগন্ধী স্মৃতিতে ভরে
আছে মন- হৃদয়
চোখ বুঁজে দেখে নেব তোকে
অদেখার একমাসকে ঠিক ঠিক
করব জয়।

০৯) ঢাকা শহর দিন দিন কেমন নির্জীব
হয়ে যাচ্ছে টের পাস্?
গোটা শহরের খবর আমি জানি না
মৌন, যেন ইট চাপা পড়া সবুজ ঘাস
একটু বাতাসের জন্যে করছে হাঁসফাঁস
এমনই ছিলাম গত একমাস।
অভিক, কত সহজে নিজেকে করলি প্রকাশ;
সবাই দেবদাস কে ই মনে রাখে
কেউ দেখে না পার্বতী'র হুতাশ।

১০) হাজার বার অনুমতি চাইলাম
গতকাল ক্লাশ কাটার। না, উনি ফাঁসির
হুকুমের মতো বললেন, এমনটি করবি
না খবরদার।
আরে বাবা, এ কি তোদের প্রাইভেট
ভার্সিটির লাখ টাকার ডিগ্রী !
এটা ঢাকা ভার্সিটির আঠারো টাকার চুক্তি;
কিস্সু হয় না মাঝে মাঝে
নিলে ঐচ্ছিক মুক্তি। আগামীকাল আসব
মৌন তোর ক্যাম্পাসে ঠিক বারোটায়,
আছে তো মহাতারেমা আপনার সায়?

১১) কি সিগারেট খাস্, সিগারেট না কি বিড়ি?
অসহ্য গন্ধ, একদম বিচ্ছিরি।
আমার ব্র্যান্ড জানিস না!- গোল্ডলিফ,
সিগারেটের মধ্যে এটাই আমার জন্যে চিপ ।
খা, খেয়ে মর, গোল্ডলিফই
করুক তোর ঘর। আমি যাব না
তামাক গন্ধী সংসারে, বিশ্বাস কর।

১২) মৌন, তুই থাকিস না, তোর
ছন্দবদ্ধ কথা আর সুবাস
আমকে ঘিরে রাত-দিন-ভোর।
অভিকের সিগারেটকে সুবাস ভেবে
তেমনি করে আপন কর।

১৩) আকাশটা কি নীল
রোদ্দূরে ঝিলমিল।
আয় আজ দু'জনে
হয়ে যাই
এই শহরে
দু'টি সোনালী ডানার চিল।

১৪) মনে আছে তোর আগামীকাল
স্বপ্না'র জন্মদিন? পাঁচটার মধ্যে
চলে আসবি ইনডোর স্টেডিয়ামের
সামনে, ঐ জামাটা পরবি
সেই যে আমাদের প্রিয় বটলগ্রীন।
তুইও অভিক, এবটু ভদ্রস্থ হয়ে আসিস
শেভ করিস, WOODLAND জুতোটা
আর, আর, ওহ্ মনে পড়েছে অবশ্যই
DENIM আফটার শেভ লোশন মাখিস।

১৫) মেঘ জমেছে, যে কোন সময়
নামবে ঝুম বৃষ্টি।
-কোথায়?
বুঝলাম খুব অন্যমনস্ক আজ
তোর অন্তর দৃষ্টি, ঘুরছে অন্য সীমানায়।
মৌন, তোর ফেলা একবিন্দু জল
বুকের দিঘীতে ধরে রাখব
কখনো ছুঁতে দিব না অন্যকোন
ভূমিতল ।

১৬) কি করে পার হয়ে যায়
মেরে কেটে বের করা দু'ঘণ্টা?
মনে হয় তোকে দেখাই হলো
না, ভর করে
থাকে অদেখার শূন্যতা।
কতদিন দেখি না তোর ঐ
ধূম পোড়ানো ঠোঁটে
মুচকি হাসির ঝড়,
বেহুলা হব, বল তুই কবে
হবি লখিন্দর?

১৭) বাসের ভাড়া আবার বাড়লো,
মৌন, কি হবে আমার?
এত খরচ সামাল দিতে পারি না
জমে যাচ্ছে প্রতিদিন তোর কাছে ধার।
অভিক, বাজে কথা ছাড়ু ।
এখনো 'আমাদের' বলিস না,

কেবল ‘আমার’, ‘আমার’।
এখন থেকে প্র্যাকটিস কর-
ভাগাভাগি সবকিছু, এরই নাম
যূথবদ্ধতা, সহজ বাংলায় “সংসার”।

১৮) অভিক, তোকে যদি ‘তুমি’ বলি
কেমন হয়?
- খুবই ক্যাজুয়াল, তবে মাঝে মধ্যে
ডাকার জন্যে চলে,
স্থায়ীভাবে কক্ষণো নয়।
‘তুই’ সম্বোধন কেমন আপন আপন
কথা কয়।

১৯)হরতাল। বের হচ্ছি না, পড়ালেখাতেই
যাবে সকাল। উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের
জন্যে ফান্ড সংগ্রহ, এভাবে
দুপুর- বিকাল। তুই কি করবি?
অভিক, পরীক্ষা শেষে আপাতত
লম্বা অবসর .. .
বুকের সংগ্রহশালায় ঝাড়পোঁছ
সাজানো- গোছানো চলবে
যা কিছু অর্জন আমার - তোর।

২০) কবুতর ওড়ানো হাসি
শুনতে বড্ড ভালোবাসি;
কবে হাসবি?
-তুই যেদিন একঝুড়ি
মজার গল্প নিয়ে আসবি।
তেমন কিছু ঘটে না মৌন,
বন্ধুরা খুব গম্ভীর, চিন্তিত;
আমরা সবাই কেমন যেন
নেতানো, সর্বক্ষণ শীতার্ত।
অভিক, মন খারাপ করা কথা
একদম বন্ধ,
কাছে আয়, বিলি কেটে দেই চুলে
দূর হোক এসব ভালো লাগা
না লাগার দ্বন্দ্ব।

২১) বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি
একটুখানির জন্যেও যদি থামতো!
ঘুম থেকে উঠতে দেরী,
ফোনটা ডেড- অত সকালে
ফোন ফ্যাক্সের দোকান বন্ধ;
তোকে জানাতেই পারলাম না-

'আমি আসছি না',
বুকে অকারণ বিঁধাস না
অভিমানের শেল।
-মৌন, রিক্শায় বারো টাকার দূরত্ব
আমাদের দু'জনের,
আমি ঠায় একঘণ্টা নির্ধারিত স্থানে
সঙ্গী হয়ে অঝর বাদলের।
তোকে যেদিন থাকে খুব বেশি প্রয়োজন
সেদিনই চারিদিকে চলে
ষড়যন্ত্র, দেখা না করতে দেবার আয়োজন।

২২) যন্ত্র আর যন্ত্রণা যেন পাশাপাশি
অভিক, আমার পরশু প্রোগ্রামিং এক্সাম
হার্ডডিস্ক ক্র্যাশ, সি আই এইচ ভাইরাস
কি করব ভেবে পাচ্ছি না, মাথায় বড্ড
ব্যথা, দুশ্চিন্তায় জ্যাম।
শোন ওগো মৌন সোনা, আমি
পি.সি তে কিছুই করি না, আমার
পড়ার সাথে পি.সি নয় অঙ্গাঅঙ্গি জোড়া।
যদ্দিন লাগে রেখে দিস,
বিকেলেই দিয়ে যাব CPU
তুই শুধু এসেম্বল করে নিস।

২৩) রিপনকে মনে আছে তোর?
হঠাৎই দেখা আমার
'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস'
ক্লাসটার পর।
মামুলি কথাবার্তা, চা- সিগারেট
এরপর ডাকসু'র চেয়ার টেবিল
তারপর সবাই যা করে, ওরও
জিজ্ঞাসা -মৌনকে আগের মতো
এখনো রেখেছিস তোর জীবনে সামিল?
-হাসলাম।
বললো, পারিসও বটে! তোদের
জীবনে এমন অত্যাশ্চর্য
একীভূতি কেমন করে ঘটে!
এর উত্তর আমার অজানা
একটাই সম্পদ 'ভালোবাসা'
তাই একে অপরকে দিয়ে যাচ্ছি
এর বেশি অথবা কম
অন্য কিস্সু না।

২৪) এলভিস প্রিসলি'র গান শুনেছিস,
Love me tender, love me dear?
আমার মা শুনে খুব পছন্দ করেছে

তাই তোকে কপি করে প্রথমবারের
মতো 'love' বিষয়ক গান পাঠালাম,
Without any fear.

২৫) বন্ধুবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি কি একটু একটু করে?
টি.এস.সি তে পা রাখতেই
'কি চাঁদু তুমি ডেটিং ছেড়ে এই বেপাড়ায়?
মৌন কোথায়?'- জিজ্ঞাসা সমস্বরে।
বললাম কোথায় আবার ওর বাবার ঘরে!
জিমি দাঁত কেলিয়ে বললো,
বেতালা রাখ্, জানি তো আসবে একটু পরে।
মৌন, দিনগুলো কি এমন তোতে -আমাতে
আঁকড়ানোর নিশ্চয়তা দেয়?
ভয় হয়, কখন কোন বেরসিক তোকে
কেড়ে নেয়!

২৬)অভিক, বিশ্বাস ছাড়া চলে?
কিভাবে ভাবিস যাব তোকে ছেড়ে?
যতদিন যায় আমরা যেন
আরও ঘন দুধের সর
তুই শুধু শক্ত থাকিস
আমি তোরই থাকব ঠিক ততোদিন
যতদিন মহাবিশ্ব অক্ষয়, অনড়।

২৭) তোর জন্যে একটা দারুণ জিনিস এনেছি,
আগে বল প্যান্টের কোন পকেটে আছে?
- ডান।
হয়েছে। অনুমান করতো কি...
চুড়ি, আড়ং এর রূপার কানের
দুল, উঁ না আংটি!
-কোনটাই হলো না দোস্ত,
তোমার জন্যে এনেছি
বরই ভর্তা, এই যে চামচ
ধর টিফিন বক্স,
আমি আপাতত কাটি।

২৮) দুঃস্বপ্নের কালোরাত পোহায় না কেন?
ভাইয়া বলেছে, তোকে আমাকে
একসাথে যেন দেখা না যায়
আর কক্ষণো।
-তোর ভাই এত পাষাণ কেন,মৌন?
বাদ দে, এসব থাকবেই, ভেবে নে
অপরাপর বাধার মতোই গৌণ।
-ওহে আমার ঝাঁসীর রাণী

তুমি তোমার ভাইকে কেমন মানো
জানি। দিও না এমন Don't care বাণী।
তোকে আমাকেই হতে হবে
আরেকটু সাবধানী।

২৯) অভিক, অভিক, অভিক
খুব তোর নাম আওড়াতে
তোকে ডাকতে ইচ্ছে করছিলো
রাতে ঘুমোবার আগে।
তাই আঁচড় কাটা শুরু
করলাম কলম, কাগজে;
ফলাফল শুনবি?
ক'বার তোর নাম লিখেছি
দয়া করে গুণবি?

৩০) রাতে আমারও মাঝে মাঝে
বেশ কান্না পায়
মনে হয় কি অহেতুক শৃংখল
যেন জড়ানো আমাদের
সম্পর্কের নায়।
সেইসব সময়গুলোতে আমি
মন প্রাণ ঢেলে তোকে পত্র লিখি
এই যে সেরকম একখানা চিঠি
নিয়ে আমায় উত্তর দিও
প্রাণপ্রিয় মৌন সখী।

৩১) দে তোর হাত দে , আজই বলে
দেব তোর ভাগ্য।
-জানি তো হাত ধরার পাঁয়তারা;
হেহ্, তোর হাত ধরতে মতলব
ভাজতে হবে কেন?
এমন কোন কঠিন কাজ তো নয়
মৌন'র হাত ধরা!
আচ্ছা, বল দেখি ভাগ্য-
-একটা বিয়ে, একটা পরকীয়া
অর্থ সমাগম হবে সহজিয়া
স্বামী তোর স্ত্রীগামী
অর্থাৎ তোতেই করবে বাস
সারাক্ষণ বলবে-
"মৌন তুমি, তুমি"।
সে তো তোকে দেখেই বুঝি
কিন্তু পরকীয়ার পাত্রকে
বলতো কোথায় খুঁজি?
-বুদ্ধিটা দেব শীগগির,
তার আগে পর্বটা সেরে ফেলি

যেটা হবে কোরাস হাসির।
জীবনে বাধা কেমন অভিক,
হস্তরেখা কি বলে?
-রেখা জানাচ্ছে বাধা অনেক,
ব্যর্থতা একেবারে হান্ড্রেড পাসেন্ট;
যাকে চাস্ তাকে ছাড়া বাঁচতে শেখ।
-হারামী দূরে সর..
লাগবে না হাত দেখা তোর।

৩২) বদলে যাচ্ছি, যাচ্ছে, তুই আমি সবাই
অথচ জানিস পাল্টানোকে
কী ভীষণ ভয় পাই!
সেই ছোউবেলা থেকে শুধু পরিবর্তনই
দেখলাম; মাঝে মাঝে ভাবি
বদলে বদলে কি পেলাম?
আমার পছন্দের ফ্রেমটা ভাঙলাম...
ইঞ্জিনীয়ার-ডাক্তার-পাইলট
এমন করেই সাজানো ছিল
Aim in life এর স্লট
শেষ পর্যন্ত ফিলোজফি
মৌন, যেভাবে পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে
দেখ্ ভালোবাসাকেও হয়তো
অন্যত্র সঁপে লিখে দিতে হবে
স্ট্যাম্পে সইসহ না দাবী।

৩৩) ক্ষয়াটে কুয়াশা ঢাকা দিনটাকে
মাঙ্কি ক্যাপে ঢেকে কোথাও পাঠানো
গেলে বেশ হতো।
টিভির রিমোটে ভেবেছিলাম
জয় করে নেব কুয়াশার দখলভূমি
ডিশ নষ্ট, ঠিক সময়মতো।
কি যে অস্থিরতা অভিক!
শূন্যতায় নিজেকে নিজে আঁকড়ে বসি;
ফোন নেই, টিভিও তাই
ইন্টারনেট, কিস্‌সু না।
কাঁহাতক বই পড়া যায়?
-অসহায় অসহায়,
আগামীকালের অপেক্ষায়
সয়ে যাচ্ছি সব,
ইমিটেশন দিনগুলো কালকেই
হয়ে যাবে গিল্টি করা সোনা;
তুই আসবি,এই শীতে
নিশ্চয়ই হতে চাইবি উষ্ণ ঝর্ণা
সেই প্রতীক্ষায় .....

৩৪) ডানায় ডানায় উড়ে উড়ে
আবার বইমেলা,
ঢাকা বইমেলা, একুশে বইমেলা
নতুন বই, নতুন গন্ধ
কাহিনী সংলাপ
নব ভাবনা, নব আড্ডা
ভাবতেই কি যে ভালো লাগছে!
বাড়াবাড়ি শীত আর
যৌথ বাহিনীর আতঙ্ক
সব ভুলে যাব,
এই ক'টা দিন জানি
বিদেহী এক ভাবনায়
বুঁদ হয়ে রব।

৩৫) জটিলতা যতই এড়াতে চাই
ততোই পায়ে পায়ে জড়ায়।
সবাই জানে তোর সাথে অভিক
আমার বন্ধুত্ব যে কোনদিন
গড়াতে পারে স্থায়ী বন্ধনের সীমানায়।
শুধু ডিপার্টমেন্টের কিছু হাঁদা
এখনো হাল না ছেড়ে
চালিয়ে যাচ্ছে সাধ্য-সাধনা
ভাবটা এমন-
তুই সেই পুরোকালের
রাধার স্বামী, তারা দলবাঁধা কৃষ্ণ,
আর আমি পরকীয়ার রাধা!
কি যে বিরক্তিকর...
পরিত্রাণের কৌশল জানা আছে
অভিক তোর?

৩৬)এপাশ ওপাশ করে কেটে গেল
গোটা একটা রাত
কেন নিজেও জানি না।
-আমি জানি ।
কাল রাতে ছিল আমাদের
বাতাসের সাথে যৌথ কানাকানি।

৩৭) বাসায় বাবা-মা থাকবে না
জানতেই তোর জন্যে
মুরগী ভুনা, শুঁটকির ভর্তা বানালাম।
দুপুরটা আমার সামনে বসে কাটাবি।
ছোট ভাইটাকে দিয়ে ভালো
সিগারেট, কোক তাও আনালাম।
তবু তুই এলি না,তোর জন্যে

বসতে বসতে বেলা সাড়ে তিনটা,
এইভাবে জল ভেজানো কেন
করলি দিনটা?

৩৮) কষ্টেরা ইদানীং এইচ.জি.ওয়েলস
এর 'অদৃশ্য মানবের' মতো।
জমে জল বরফ হয়।
অথচ মুখ খোলে না কখনো ক্ষত'র।
রনি স্লিপিং পিল খেয়েছিলো অগুণতি;
ওকে হাসপাতালে নিয়ে
ওয়াশ করিয়ে বাসায় দিয়ে
দেখি চারটা বাজে।
ঐ সময়ে দুপুরের খাবার খেতে
যাওয়া তোর বাসায়
খুবই খারাপ দেখায়
তাই তোর বাসার কাছে গিয়েও
নিজের বাসার পথ ধরলাম ফিরতি।

৩৯) মৌন, তুই স্বপ্ন দেখিস?
-অভিক দুঃস্বপ্ন ছুঁয়ে ছুঁযে আমার
শৈশব, অনেকখানি কৈশোর।
এখন শুধু সুখের স্বপ্ন
যার সবটা জুড়ে অবস্থান তোর।
না, মৌন আমি আমার অংশ নয়
আমাদের কথা বলছিলাম।
তোর দায়িত্ব নিয়ে তোকে ভালোবাসার
কথা কবে জানাতে পারব সামনে সবার?
-আমাদের যদি কখনো সংসার নাও হয়
তাতে কি আসে যায়?
প্রতিদিন অক্সিজেন ভাগ করে এই যে বাঁচা
এর চেয়ে বড় বৈধ সম্পর্ক আর কি হয়?

৪০) গান গাওয়া একদম ভুলে গেলি?
-মৌন, তোকে ছাড়া মন চায় না
সুরের ডানা মেলি।
অভিক, এসব অজুহাত ছাড়,
আসল কথা বল, বল যে
তোর সময় আমি মৌন এমনভাবে
খাচ্ছি যে রেওয়াজ করার মেলে না অবসর।
-এমন কথাই বললি যে আর
সাজে না আলস্য,
আগামীকাল থেকে যাচ্ছি ওস্তাদের
কাছে, বিষাদ সরা, কোরাসে হোক
একটুখানি হর্ষ।

৪১) জানি জানি আমার সবটাই ফানি।
এত কসরৎ করে একটা পাঞ্জাবীতে
কাজ করলাম, উনি
হেসেই সারা!
-আহ্, হা মৌন এ তো আনন্দের হাসি
বাইশ বসন্তে এমন ভালো কেউ বাসেনি;
আমার বুকের উপর তোর হাতের কাজ
যেন বা শুয়ে আছিস হৃৎপিণ্ড ছুঁয়ে,
আজ তো আমি রাজাধিরাজ।

৪২) টেলিফোন কি মৌমাছির বাসা
যে সারাদিন কেবল গুণগুণ
আপা জিজ্ঞেস করলো হাসতে হাসতে।
আমি ওকে বললাম-কান পেতে শুন।
ও আবার হাসলো, বললো -
মধু তো আছেই, তবে এবার
না কি মৌমাছিদের মিলন প্রয়োজন।

৪৩) 'বন্ধু' কে হারাই যদি
সংসারের ঘেরাটোপে
এ আমার ভয়।
-অভিক, যারা সম্পর্ক চর্চা
করতে জানে না তারা
যে কোনভাবেই ডেকে আনতে
পারে ক্ষতিকারক ক্ষয়।

৪৪) কেমন করে পারিস সারাতে
সব ব্যথা এক ফুঁ তে?
তোকে ভেবেছি ঝিরিঝিরি
বালিকা সমীর
অথচ প্রয়োজনে তুই-ই
হয়ে যাস সহোদরা, কালবোশেখীর।
-তুইও তো অভিক যেন এক
পেলব কিশোর
সেই তুই কিভাবে ডাকিস
এমন দুঃসাহসী সুখের রেণু ঝড়।

৪৫) জন্মাবধি আমি এক ফুটো কলসে
ঢেলে গেলাম ঘড়া ঘড়া জল;
পরিশ্রমই সারা, কলসি ফাঁকাই
রইলো, দেখা যায় ফুটো তল।
-কি হয়েছে বলবি?

একটা পরীক্ষাও হয়নি মনমতো
সেকেন্ড ক্লাসই পাই কি না সন্দেহ
ফার্স্টক্লাস তো দূরস্ত!

৪৬) এই যে এত এত কথা বলা
এই যে পলকে হারানো পথ চাওয়া
এ ও তো সময়ের ফেরে মিথ্যে হয়,
হয় না? আশঙ্কা, আতঙ্ক, বিচ্ছেদের
তাড়না কোন সম্পর্কে না থাকে?
সেইসব ভেবে কেন বিষাক্ত করা, বর্তমানকে?

৪৭) সুপ্ত আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছি
বাসার পরিবেশ এখন তেমনই মনে হয়
সুপ্ত হলেও কিন্তু মৃত নয়।
তাই থেকেই যায় লাভা উদ্‌গীরণের ভয়।
-হঠাৎ কেন এমন দশা?
মৌন, সাত বছর চলছে, এইচ.এস.সি'র পর
সবাই চোখ কপালে তুলে বলে
এখনো অনার্স শেষ হলো না, অভিক তোর?

৪৮) কতকাল যেন জন্মেরও আগে থেকে
চলছে আমাদের ধ্বনি বিনিময়
তবু সমাজ যেন কিভাবে তর্জনী
তুলে বলে, এই মেয়ে ঐ ছেলে
তোমার কি হয়?
মনে পড়ে তোর আমাদের সেই
পনেরোর তোলপাড়!-প্রতিদিন দেখা,
তারই মধ্যে হাতপত্র বিনিময়
একদিন চিঠি না পেলে কি
যে হাহাকার।
-মৌন, ভুলি না কিছুই
মনের তোরঙ্গে জমা করি যতনে আদরে
এমন কি ব্যথা হলে ব্যথা
তাও রাখি দিন তারিখ মিলিয়ে সাদরে।
অভিক, বুকের মিউজিয়ামে আর
মন ভরে না। জানি বন্ধুত্বকে তুই চাস না
দিতে প্রচলিত আত্মীয়তার বন্ধন,
আমি অপারগ, ঐখানে তোর হাতে
রাখা আমার কোয়ার্টার সেঞ্চুরী
বয়সের প্রতিটি স্পন্দন।
-মৌন, কেন এভাবে লজ্জা দিস?
সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আমর নোঙর
তোর বন্দরে ভেসে যায়
ঘর আমদের হবেই
পৃথিবী নামক ডাঙ্গায়।

লক্ষ্মীমেয়ে, ভরসা হারায় না।

৪৯) তোর ঠোঁটে কি?
-আগুন।
তোর হাতে কি?
-ফাগুন।
তোর বুকে কি?
-ভালোবাসা।
তোর সাধ?
-বাঁধব বাসা।
যদি আগুনে ঘর পুড়ে যায় ...
-বর্ষার ধারা ঢেলে দেব।
যদি ফাগুনে পাখি উড়ে যায়..
-ডানা কেটে নেব।
তোর গল্পেই থাকবে
রাজা রাণীর সুখ শান্তিতে
বসবাসের ইতিহাস।
-লাল গালিচা ভালোবাসা
থাকবে, হৃদয়ের সবটা জুড়ে
প্রেমাঙ্কিত পবিত্র ফরাস।

৫০) দু'হাত পাত।
-কি দিবি?
মুঠো ভরা স্বপ্ন;
আমাদের দিনগুলো
সংসার করার আগেই
দেখ কেমন হয়ে যাচ্ছে
দৈনন্দিনতার হিসাবে মগ্ন।

৫১) কি এত কথা বলি
আমরা দু'জন?
দিন নেই, রাত নেই,
কাগজে-কলমে
ফোনে- দেখায়,
চলছেই আমাদের গুঞ্জন।
-কথাগুলো আমার না, সুকন্যা'র।
এ শুধু তারাই জানে,
যার আলাপ তার।
মৌন, তুই বলিস অনেক কম
তোর নামের সার্থকতা
প্রমাণ করতে,
তাই একতরফা আমায়
বলতেই হয় শব্দ শূন্যতা ভরতে।
একসময় আমিও ভাবতাম

দু'জন মানুষ কিভাবে সারাদিন
চোখে চোখ ঠেকিয়ে কাটায়
মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা,
এখন জানি শব্দে-শব্দে জানাজানি-
কিস্‌সু যায় আসে না
সুকন্যারা করুক কানাকানি।

৫২) ক্ষুধার্ত বাঘের নিঃশব্দ
হুঙ্কারে বন কাঁপে,
শোনে না কেবল
বনদেবী।
-দেবী'র (বেদী) আজ
প্রসাদশূন্য,
সময় নেই অসময় নেই
হলেই হলো বাঘ বন্য!

৫৩) দেখতে পাচ্ছিস দূরের জটলা?
দেখ কি ভীষণ ভীড়।
-মৌন, এদিকে তাকা, দেখ
তোর জন্যে এনেছি পিঠে
ভেতরে পুর দেয়া ক্ষীর।
ইস্‌, মাগো কেমন চাপ চাপ
রক্ত; আল্লাহ জানেন মানুষ
মরেছে না কি ...
শুনতে পাচ্ছিস, ছিনতাই...ছুরি...
গুলি...স্পটডেড...
-গতকাল একটা দারুণ শার্ট
কিনেছি, গাঢ় রেড।
তুই কি মানুষ না অন্যকিছু?
-সকাল থেকে রাত অব্দি
জড়ানো থাকে এসব শব্দ-
বর্ণণা। এড়াতে শিখছি, তুইও
শিখেনে, তাহলে সইতে হবে না
নিরন্তর বিবেকের গঞ্জনা।

৫৪) শ্বাস নিতে পারি না
কি যে কষ্ট,
ধূলায় দম বন্ধ হয়ে
আসে, বেড়ে যায়
পুরনো শ্বাসকষ্ট।
-শীতের শেষ ফাল্গুনের শুরু
এমনটা তো হবেই
ধূলোয় ধূলাকার,
বলেছি তো অনেক-
করলেই পারিস একটা

মাস্ক ব্যবহার!

৫৫) সাবধান, ভাত না খেয়ে আজকে
যাবি তো খবর আছে।
-কেন, এখনই ফেলতে চাচ্ছিস
আমাকে শৃংখলার ছাঁচে?
ঐসব কিছুই না, নিজের করা
রান্না, তার উপর ভরদুপুর
এখন না খেয়ে যেতে বলব
তুই কি আমার তেমন শত্তুর?
-এই যে হাত ধুয়ে চেয়ার
টেনে বসলাম;
আন্, কোথায় তোর
মুরগী মসল্লাম!

৫৬) কি লাগবে তোর?
-একটা শুভ্র ভোর।
এনে দেব।
সেই ভোরে চাস্ কি?
-আঁজলা ভরা শিউলী।
তাও না হয় হলো।
তাতেই কি কাটবে মন ভার?
-না, তোকে পাশে চাই
সেই ভোরে বইতে পারি না
এই একাকীত্বের পাহাড়।

৫৭) চিঠি লিখব ভেবে টেবিল ল্যাম্প
কাগজ কলম নিয়ে বসলাম।
ডান হাতে লিখি তো
বাম হাতে এখানে ওখানে চাপড়;
পা চেয়ারে তুলে, ফ্যান এর
পয়েন্ট করলাম ফোর;
ওরে বাবা নেই তবু নিস্তার
শেষ পর্যন্ত আমি মশারির
মশারী আমার-
এই স্বনির্মিত গুহাজালে
আছি ফার ফার বেটার।

৫৮) খুব মজেছিস ইন্টারনেটে
ডায়াল আপ কানেকশনে
খেয়াল আছে বিল উঠছে
কি রেটে!
অনলাইনই যদি থাকিস
ইউনিভার্সিটিগুলোতে

অ্যাপ্লাই করলেই পারিস!
-মানুষ আমি মৌন, অতি
সাধারণ। সবটা কাজের নই
জানি, তাই বলে নেই কি
প্রয়োজন আমার এতটুকু বিনোদন!

৫৯) নির্বাসনের পৃষ্ঠাগুলো ছেঁড়ার
চোখের আড়াল করার
কোন কেতাবি অভিসন্ধি
আমার ছিল না।
তবে হ্যাঁ পোড়াতে চেয়েছি
বেশ ক'বার।
যখনই শীত রাতে অভাব হয়েছে
আগুন জ্বালানোর শুকনো পাতার
তখন থেকে থেকে ইচ্ছে করেছে
ঐ ক'টা পৃষ্ঠা ঠুসে ধরি,
তাহলে দাউ দাউ আগুন জ্বলবে
আলো করে চারধার।
না, না, না, পারিনি। আমার ধ্বস্ত মন
ক্ষণিক উত্তেজনায় দাঁড়ানোই সার;
নেতিয়ে পড়তে সময় লাগেনি,
সব শেষে যা থাকে জলধারা আবার
তবুও কি শুনবে নির্বাসনের গল্প আমার?

৬০) হেমে ভিজে ভিজে, হেমে ভিজে ভিজে
যেন, যে-ন এক আস্ত তুষারমানব,
সর্বাঙ্গ জমাট বরফ কঠিন।
একটু উষ্ণতা দাও, এক মালশা
তুষ জ্বলা আগুন, বিশ্বাসের
একটা লাল কম্বল কিছু দাও...
কিছু অন্তত দাও, ধরে নেব
সেই কিছুটাই তোমার কাছে আমার
আজন্ম ঋণ।

৬১) আঁজলা ভরা আগুন আমি
কোথায় পাব?
গ্যাস রপ্তানী হবে শীঘ্রি
তাই আগুনের শিখা বড্ড কম
ডালপালা জোগাড় কর
আদিম কালে ফিরে যা
খুঁজে নে প্রাকৃতিক ওম।
-বলতেই সহজ। তুই-আমি
তো প্রকৃতির অংশ, আয়
তাহলে জড়িয়ে ধর, প্রাকৃতিক
উপায়ে আমায় তাপ দে।

মুখ খুলাচ্ছিস কেন 'অসভ্য' বলতে?
সত্যি কথা সব সময় পালনীয় নয়,
সমাজ করে দেবে ওলোট পালোট
অশ্লীলতার দায়ে মিলবে না জায়গা
তথাকথিত বেহেশতে।

৬২) নাইকুন্ডলী'র নীচে যাবার সাধ
হ্যাঁচকা টানে স্তনবৃন্ত ছোঁয়া
এই ইত্যাকার ঘটনাগুলো ঘটানোর
সুযোগ ছিল আমাদের অগাধ।
মুখে যত সাহসী, ঠিক ততোটুকুই
সংযম...দেখতে ভবিষ্যতের রশ্মী।
অনিশ্চিত সময়ে পড়েছি আটকা
অভিক, বুঝতে পারছি না কি করব,
আমি এখন না ঘর কা না ঘাট কা।

৬৩) পরিবার, সমাজ, ধর্ম যেন বা সৎ মা
কেউ মেনে নেবে না করেছে পণ।
মৌন, তোর বাবা তো বলেছে,
He will kill me, তোর ভাই বলেছে
মালাউনের বাচ্চা যা INDIA, বাঁচতে
চাইলে ভারতমাতার আশ্রয় চা।
মৌন, যদি কখনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটে
যায় কিছু , মনে রাখিস-
চারটে দেয়াল মানেই নয় তো ঘর,
আমার মনের ঘরে বসত থাকবেই তোর।
অভিক, অর্থাৎ তুই ঠেকাতে পারবি না
আমাদের বিরুদ্ধ স্রোত?
মৌন, সাধ্য-অসাধ্যের চাইতেও বড় প্রশ্ন-
তুই তোর পরিবার ভালোবাসিস; সইতে
পারবি তাদের সংঘবদ্ধ ক্রোধ?

❖ ৫৮ নাম্বার সিকুয়েলটা যখন লেখা হচ্ছে মৌন তখন গৃহবন্দী। একেবারে নাই টেলিফোন নাই রে পিয়ন অবস্থা।
কোন বন্ধুরই মৌনদের বাসায় প্রবেশাধিকার নেই। অভিক ছুটে ছুটে আমাদের আড্ডায় আসছে, আমরা খুব কাছ থেকে বন্ধুত্বের মৃত্যু, ভালোবাসার করুণ পরিণতি দেখতে থাকি...ধর্মের দোহাই দিয়ে কিংবা পারিবারিক সম্মান ইত্যাকার শব্দের যূপকাষ্ঠে। আমাদের কিছুই করার থাকে না। আমার দহনটা একটু বেশি হয় দু'জনের সাথেই সমান তালের সম্পর্ক থাকায়।
শুনেছি মৌনকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়ার তোড়জোর চলছে। অভিক মৌনবিহীন ঢাকা শহরকে মেনে নেবার চেষ্টা করছে। আমরা কাঁদার জন্যে কাঁধ দিতে পারি, অভিককে তাই দিয়ে যাচ্ছি।
মৌন'র খবর পাওয়া গিয়েছে। ও অস্ট্রেলিয়াতে। ই-মেইলে অভিকের সাথে যোগাযোগ করে। ছেলেটা এক একদিন কোন কোন মেইলের প্রিন্ট আউট নিয়ে আসে। ওদের বন্ধুত্ব হারায়নি এটা ভেবেই অভিকের দু'চোখের তারায় যে আলো দেখি তাতেই বুঝি একছাদ মানেই সব সম্পর্কের চূড়ান্ত পরিণতি নয়।
ওদের ভালোবাসার সংলাপ চলতে থাকে এভাবে---

৬৪) Dear অভিক,
অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি। মেইল করতে পারতাম, পুরনো অভ্যাস ছাড়তে পারিনি, অতএব চিঠি, স্ট্যাম্প, খাম। ক্রিস্টমাসের আর কয়েকদিন। কাপাসতুলোর মতো বরফ ঝরছে, যেন সাদা বৃষ্টির ফোঁটা, বৈধব্যের বেদনায় হয়ে আছে লীন। দেশান্তরী করে তোকে মুছে দিবে আমার মন থেকে, মানুষ যে কেমন করে এমন ২+২=৪ এর নিয়ম শেখে?
খবর জানাস। জানিসই তো কি খবর জানতে চাই। চোখ বুঁজে আছি, ঘুমে যেন তোর দেখা পাই। আর... অভিক আমাকে এক বাক্স ব্লটিং পেপার পাঠাস, যেন শুষে নিতে পারে বুক হতে শ্রাবণের এই অকাল তরাস।
ভালো থাকিস। প্রবাসীর ভালোবাসা নিস।
ইতি মৌন

পুনশ্চ: তোর জন্যে, এখানে শুধু তুই ই-মেইল করবি। আর কেউ না-
only4avik@yahoo.com

৬৫) To: only4avik@yahoo.com
From: mownosavik@hotmail.com
মৌন,
মনের ডানায় ভর করে ভেসে যাই, শুনি তোর জানালায় বরফ ছোঁয়া বাতাসের গর্জন সাঁই সাঁই। আমার পুরোটা জুড়ে 'পল্লী বিদ্যুৎ' বেশিরভাগ সময় ইলেকট্রিসিটি নাই, চেষ্টা করছি মানানোর হয়তো পেয়ে যাব মোমের আলোতে হলেও দিন কাটানোর ঠাঁই।
আপা তো ছিলেন তোর-আমার Favor এ, তো তোর আপা আমাকে ডেকে নিয়েছিলেন Big Bite এ গত রোববারে। বলেছেন, আমি যেন সরে পড়ি, হাত ধুয়ে ফেলি তোর ব্যাপারে, না হলে আমার বোনটাকে তুলে নিয়ে যাবে তোর মাস্তান মেজ ভাই, বুঝিয়ে দেবে মজা বলে কারে।
আপাকে আমি কিছুই বলিনি। বুকের দরজাটা এখনো খুলিনি। দিয়ে রেখেছি পাথর চাপা, জড়াজড়ি করে কাঁদলাম আমি আর আপা। তোদের বাসায় আমাদের কৈশোরের সেইসব দিন, দু'চোখে ভাসে; তখন তো ছিল না অভিকের পরিচয় মালাউন, সবটাই ছিল স্নেহে মমতায় রঙ্গীন।
বদলানোর মূল্য অনেক, সঞ্চয় করতে পারিনি সাহস, ভেঙ্গে যাচ্ছে, বুকের গহীনে আমাদের তাজমহলের ধ্বস।
ধিক্কার দে, বল কাপুরুষ-সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছি নিয়তি, করুণা করে হলেও মেইল করিস ফিরতি।
Sorrowbeat
অভিক

৬৬) MSN Messenger:
Avik says: তুই কেমন আছিস? বেঁচে আছিস, বন্ধু প্রিয়তমা?
Mowno: অভিক পারলে করিস আমার পরিবারকে ক্ষমা।
Avik: আজকে পৃথিবীর সবচাইতে আনন্দের দিন, আজকের দিনটা শীতেও ভরা বসন্তের মতো গ্রীন। জানিস কেন? এসেছিলো এই দিনে নশ্বর ভূ-তে অবিনশ্বর মৌন। Smile, friend না, না দোস্ত; এসব পারিবারিক বেদনা আজকে গৌণ।
Mowno:মন খারাপকে, দুশ্চিন্তাকে সাইবেরিয়ায় পাঠালাম নির্বাসনে, Net এর দুনিয়ায় যে কটা মিনিট পাওয়া যায় আয় অক্ষর ছুঁয়ে থাকি দুজনে।

৬৭) কি করছিস আজকাল?
ঃ মাছ ধরছি ফেলে জাল।
মানেটা কি কথার?
ঃ বেশিরভাগ সময় গ্রামের বাড়ী
জাল ফেলা শিখছি, সঙ্গে সাঁতার
মাঝে মাঝে আল ধরে হাঁটি
ধান বুণতে পারি করে সারি সারি।
আমি তো কিছুই জানতাম না,
ভাবছিলাম কি হলো না মেইল

না চিঠিপত্তর
অসুখ- বিসুখ করল না তো তোর?
ঃ আমার অসুখের খোঁজে তোর আর কি লাভ?
যা ভুলবার ভুলে যা
নতুন শিশিরের গান গা।
অভিক দূর্গাপূজো করিস প্রতিবছর,
বিসর্জনটা কেন হয় জানিস?
যেন নতুনরূপে আবির্ভাব হয়,
বিরহ যেন জাগায় মিলনের ঘোর।
তেমনই ভাবি তোর-আমার
এই অদেখার ক্ষণ;
আবার ভাসাব বুড়িগঙ্গার জলে
ছোট্ট নৌকা, সেটা হোক
আজ থেকে বছর গড়ানো
অন্য যে কোন সন।

৬৮) পূজো ফূজো আমি করি না ভালোই জানিস।
আমাদের পরিবারে এসবের তেমন চলও নেই।
ঈদের কাপড়, পূজোর কাপড় আমাদের সব হয়।
বাবা বলেন, তুমি ধর্মের ধারক, ধর্ম তোমার ধারক
নয়। তাই দেশের সব উৎসবে যোগ দাও, তাতেই
তোমার মানবধর্মের উৎকর্ষ, প্রকৃত ধর্মের হবে জয়।
মা ও তেমন ই বলেন। তাই তোকে মানতে তাদের
কোন দ্বিধা ছিল না...সেসব কথা থাক্, অন্য কথা
বলি-তোর দিনগুলো কি এখনো বরফ চাপা,
না কি সময়ের দাবীতে সামান্য হলেও জলীয় হলি?

৬৯) অভিক, আমার জলীয় রোগ হয়েছে
এই চোখ সব সয়েছে, ভেসে যেতে যেতে
পড়ালেখায় চেষ্টা করি থাকতে মেতে।
তবু টেবিলে পাতায় তোর মুখ,
কলমের নিবে তোর নাম,
কি করব নিজেও জানি না
ভাবি কি দিয়ে চুকানো যায়
ভিন্ন ধর্মী হবার দাম?-
মৃত্যু, বিদ্রোহ, সয়ে যাওয়া!
কোনটা বাছবো আমি বলে দে
মস্তিষ্কের হার্ডডিস্ক থেকে
তোর আমার দশক ছোঁয়া
সময়গুলো তুলে নে;
তোর নিরিশ্বরের দোহাই।

৭০) ঝিঁ ঝিঁ'র কোলাহল থেমে যাওয়া
রাত হয়েছে অনেক,
চোখের চমক বুঁজে না,
সামনে ছড়ানো তোর চিঠি ছবি
খান কয়েক।
ফিরেছি আবার ঢাকায়, নিয়ে
পৃষ্ঠা ভর্তি হিজিবিজি কবিতা
কয়েক রোল আগডুম বাগডুম ছবি।
মা বলেছেন চাক্‌রীতে জয়েন করতে
ভবঘুরে হয়ে পেট চলবে না
এই বাজারে না কি সবচাইতে সস্তায়
পাওয়া যায় ছ্যাঁক খাওয়া কবি।

৭১) খালাম্মা বলেছেন ঠিক; তবু
তুই-ই বুঝবি হওয়া উচিৎ
কোন পথের সৈনিক।
আমার কথা একটাই-
মনের বিরুদ্ধে কিছু করিস না।
তুই থাক চিরটাকাল
হঠাৎ গানওয়ালা, আকাশ থেকে
পাড়া কবিতার কারিগর
সেই সবুজ অভিক।

৭২) জানি না ঐ আকাশে জোছনার রং
আজ কি,
এও জানি না একা একটা আস্ত আকাশ
পেয়ে তুই কি সুখী?
সুখ ধোয়া স্বর্ণজলে ছুঁয়ে যায় জলপাই ত্বক,
স্মর্তব্য কিছু সেখানে প্র্যাকটিক্যাল জোক।
ডাটার পর ডাটা ...ডাটাবেজ
ভারী ভারী বিষয়ের আড়ালে
ঢাকা পড়ে যাবে এককালের
'ভালোবাসা' নামক সিলি ক্রেজ।

৭৩) মনোরাজ্য যদি থাকে অস্থিতিশীল
টাল-মাতাল, সেখানে যা কিছু সৃষ্টি
হয় সেগুলোও হয়ে যায় পুনরাবৃত্তে
ঘেরা রদ্দি মাল।
তাই দশ বছর পূর্তিতে দিতে
পারলাম না উপহার কোন নতুন
পদ্য অথবা গদ্য,
এখনো মনে হয় সেই তো দাঁড়ানো
আমরা স্কুলের বারান্দায,
দু'জনেই কৈশোরে পৌঁছেছি সদ্য।
চুল পড়া দাঁত নড়া বয়সেও দেখবি

আটকে থাকব পনেরোতেই,
তারপরেও বল আমায় নিয়ে
আমাদের নিয়ে নতুন কি আর লিখবি?

৭৪) পৃথ্বী রঙ্গশালায় আমি এক নটরাজ
কবে থেকে করে যাচ্ছি মঞ্চায়ন অন্যের
নির্দেশিত নাচ।
কখনো ধ্বংসের কখনো নৈর্ব্যক্তিক
কখনো বিনির্মাণের অথবা নিতান্ত
সাধারণ হাবাগোবা 'অভিক'।
প্রশংসা, ধিক্কার, হাততালি, দুয়ো
সবই পাওয়া হলো-কতটা সময়
এলো কিংবা চলে গেল...তবুও
একাকী এই গ্রহে রয়ে যাই কিসের টানে,
খুঁজে ফিরি আজও বাঁচার একান্ত কোন মানে।

৭৫) আমার ডরমেটরী থেকে পাহাড়
দেখা যায়। মাঝে মাঝে আমরা দল বেঁধে
হাঁটতে যাই। অস্ট্রেলিয়ার বন, পাহাড়ী বন
অন্যরকম। আমাদের দেশের মতো নয়, নেই
ভাব কোমল নরম।
দেশ ছাড়ার পর প্রথম একজন বন্ধু হয়েছে
'ফাহিম', ঢাকার ছেলে, একসঙ্গেই পড়ছি,
টুকটাক কথা হয়-দিনগুলো এখন ততোটা
একাকীত্বের পাথর চাপা নয়, একটু একটু
রঙ্গীন।

৭৬) Dear মৌন, অভিবাদন-কারও বন্ধুত্ব
গ্রহণ করতে পেরেছিস বলে। তোর একজন
সঙ্গীর ঐ বিভুঁই এ ভীষণ প্রয়োজন ছিল।
শেষ পর্যন্ত হলো, ভালো লাগলো শুনে।
ফিরতি মেইলে ছবি পাঠাস।
হুঁ ,দোস্ত , কাটলো তোর সন্ন্যাস,
দেখ আকাশে নতুন আলোর পূর্বাভাস।

৭৭) অভিক, কিভাবে হতে পারিস এত উদার?
জ্বলে উঠে না বুকের মাঝে দাউ দাউ
আগুন জিঘাংসার?
তোর এই সব মেনে নেওয়া ভঙ্গীটা যে
আমার কি অসহ্য...যেন বা যেন বা
ব্রত নিয়েছিস যা ঘটবে ঘটুক, তুই রয়ে যাবি
বালগোপাল সব করে অগ্রাহ্য।

৭৮) মৌন, তোর আমার বন্ধুত্ব ছিল ধুন্ধুমার
ভালোবাসার। এর মাঝে যেদিন এলো প্রেম-
সংসার ইত্যাকার শব্দ সেদিন থেকে আমাদের
নির্মল বন্ধুত্ব হতে থাকলো পদে পদে জব্দ।
যা হবার নয় তা আমি আর চাইবার সাহস
রাখি না। সেই বয়েস, উন্মাদনা কোনটাই আমার
নেই। ফাহিম যদি তোর বন্ধুর বেশি কিছু হয়
তাহলে অগ্রিম অভিবাদন। আমার অনুরোধ
একটাই- আমাকে দিস্ পনেরোর সেই নির্মল
বন্ধুত্বের আলোড়ন।

৭৯) "কেউ মালা কেউ তসবিহ গলে
তাই তো রে জাত ভিন্ন বলে"-লালনের
কবেকার উচ্চারণ, দেখ তবু আমরা ঐ
অবস্থা আর কাটাতে পারলাম না।
আমরা যে ভাবি বিদেশে বুঝি এসব নেই,
খুব ভুল। খ্রিস্টান ইহুদিসহ্য করে, ইহুদিও
খ্রিস্টান। কিন্তু মুসলমান!- বাব্বাহ্, এটা ওদের
জন্যে বেশ দূরস্থান। অথচ আসল ধর্ম পালনে
ঠনঠন। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের প্রায় নিশ্চিহ্ন
করে ফেলেছে...মানবিকতার ধর্মই নেই, এদের
কাছে মানুষের চেয়ে দামী "কুকুরগণ"।

৮০) জানি না ভাষা আমি ঘূর্নি হাওয়ার
জানি না পথের দিশা,
আশাও নেই খুঁজে পাবার।
কারও বুকে আল্লাহ, কারও কপালে ভগবান
ভিন্ন দেশের ভূগোলে অপেক্ষমাণ।
রক্তের মানচিত্র এক, রং ও তাই
মনের মাঠে হাঁটলে একই সবুজ স্পর্শ পাই,
ঠোঁটে ঠোঁট আটকানো আড্ডার ভাষাতেও
ভিন্নতা নাই। তবু কেউ ভগবানের, কেউ আল্লাহর
মাঝখানে বিচ্ছেদের অকূল পাথার; জানি
এক মাটিতে পাব দেখা 'বন্ধু' আবার।

৮১) গীটারে শুনেছিস জ্যামাইকান ধুন্?
দারুণ স্পিডি এবং আনন্দের।
ফাহিম বাজায় আমি সাথে গাই গুণগুণ;
তোকে MP3 করে পাঠাব,
শনে বলিস কেমন...তুই লাইসেন্স
দিলে আমি আরও গাইব।

৮২) হুম শুনলাম। তোর গান অ্যাভারেজ;
(রাগ করলেও এটাই সত্যি)
ফাহিম ভালো বাজায় নিঃসন্দেহে।

আমি শিওর লেগে থাকলে
সামনে ফাহিমের উজ্জ্বল Days.

৮৩) আমার জন্যে লিস্টে দেয়া মাটির
গহনাগুলো পাঠাবি। কিভাবে আমি জানি না।
Pride অথবা Perfect Textile এর শাড়ী;
কি দোস্ত কষ্ট হবে ভারী?
হলেও কিছু করার নেই, এটা তোর শাস্তি।
ছবিতে দেখলাম টিপিক্যাল 'দেবদাস' এর মতো
তোর মুখে এক জঙ্গল দাঁড়ি, যা আমার
জানের দুশমণ।

৮৪) সুন্দরী ললনা, আমি তোর 'বর' না "বন্ধু"।
নেব না অধরের ভাগ, আঁকব না কপোলে
রোদেল ভালোবাসার দাগ; অতএব আমার
শ্মশ্রু হতে পারে না তোর শত্রু...
যাই হোক অর্ডারের জিনিসগুলো পাঠালাম
DHL এ, আমাকে জানাস পার্সেল পেলে।

৮৫) :এখন বোশেখের ধূলিধূসর দিন
:-অভিক পহেলা বৈশাখে কি করলি?
:মৌন রে, ধূলায় নিঃশ্বাস আটকে যায়,
এমন গরম সারা গায়ে ঘাম, রোদে
অ্যালার্জি আর বুকে সেই রকম যেন
বেলুনে ফুটেছে পিন।
:-অভিক, রমনায় ঘুরলি, পাজামা-
পাঞ্জাবী পরে? মঙ্গলযাত্রা, ডুগডুগি...
ঃ সোমরসে ডুব আছি বড়লোক বন্ধুর
এ.সি. লাগানো ডেরায়,
সেখানে বোশেখ-পৌষ এসব তাদের
পরিচয় 'অভিবাসী' চরিত্রে হারায়।

৮৬) ঢুকুঢুকু পান কি ধোঁয়ায় ঢাকা বয়স
কিছুই আমার আপত্তির কারণ নয়।
(আপত্তি করার অধিকারও নেই)
শুধু বলি ৩৬ ডিগ্রী গরমে সুরা ঠিক
স্বাস্থ্যকর নয়। জিনিসটা নিজেই য়থেষ্ট
তাপদায়ী, তাই এই ব্যাপারটা
একটু হলেও ভাবিস।
এখন আসি, মুখ ধুয়ে আয়,
নইলে পারছি না দিতে
'গুডনাইট কিস' :):)।

৮৭) কি যে স্বার্থপরতা আমাদের মাঝে তা
মেইল কিংবা আগের চিঠিগুলো পড়লেই
যে কেউ বুঝবে, এটাই আমার মনে হয়
আজকাল। তোর মনে পড়ে মৌন ৯৮'র বন্যার
কথা?-তখনো আমরা ঘণ্টা রিক্‌শায়;
প্রতি শীতে মানুষের মৃত্যু সৃষ্টি করেনি আমাদের
দিন যাপনে কোন অন্যথায়।
আফগানিস্তান, কাশ্মীর কিংবা সদ্য ইরাক অথবা
গুজরাত, কারও কান্নার শব্দ আমাদের ভাবনায়
আসেনি একবারও, করেনি একদিনের
জন্যেও তফাত।
একজনের ভালোবাসা আসলে একদিক থেকে
ক্ষতিকারক ক্ষার;
মৌন, বিচ্ছিন্নতা আমাকে সার্বজনীন করেছে,
বদলে দিয়েছে গতিপথ ভালোবাসার
অথবা চিন্তার।

৮৮) ভরদুপুর আলো খেকো আঁধার
কি বৃষ্টি, তাপের মুখে জলধারা তোলপাড়।
বাসার সামনের কৃষ্ণচূড়াটা ভিজলো
ডালে বসা কাক কতবার বৃষ্টি থেকে বাঁচতে
এ ডাল ও ডাল করলো; দুপুর একটায় লাঞ্চটাইম
ভিজে গেল গার্মেন্টসের অযুত নিযুত কর্মীরাও।
তাদের দৌড়, রিকশাওয়ালাদের হুটোপুটি
সব দেখলাম; দেখাই সার। ভিজতে পারলাম না।
আমার সর্বাঙ্গ জড়ানো এত জ্বালা শুষে নেবার,
মোছার ক্ষমতা নেই এই হঠাৎ বৃষ্টির।

৮৯) নিউমার্কেটের এক নম্বর গেইট দিয়ে ঢুকতেই
যে ফাস্টফুডের দোকানটা সেখানে গিয়েছিলাম
গতকাল। কতমাস পর...মামা (আমরা তাই
ডাকতাম ঐ ওয়েটার ভদ্রলোককে) বললেন,
'কি ভাইগ্না পক্ষী কই?'-ম্লান হাসি দেখে বলেই
ফেললেন-এমন হয়ই। ধর, একটা চিকেন রোল
খাও আগের দিনের মতো, লও কোক।
মৌন, ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? যেখানে
যেমন ছিল সব তেমন, শুধু আমাদের কক্ষপথে,
ভালোবাসার চাঁদে লেগে গেছে অযাচিত গ্রহণ;
এ রাহুগ্রাস সরাবার সাধ্য কারও নেই।

৯০) অভিক, এককালে খুব গাইতাম
"বৈশাখী ঝড়, লয়ে যাও আমায় এই অবেলায়"
তখন জানতাম না সত্যিই সে আমায় নিয়ে যাবে।
অনেককাল পেরিয়ে আমি আজ এক কালবেলার

মুখোমুখি। আমার রক্তে বিশ্বাসঘাতকের
উত্তরাধিকার (আমার বাবা যে রাজাকার তা তোর
জানা), মননে কুসংস্কারের ঘেরাটোপ; নিজেকে
ধারণ করব সেই ধর্মই আমার নেই। পুরোটা অতীত
জোড়া ছলনার ছন্দ,বর্তমানে মাংসের তীব্রগন্ধ,
কি দেব কাকে আমি? নিজেই তো মূর্তিমান
মাধুকরী, নতজানু ক্ষমা (প্রার্থনা) এটুকুই চাই,
আজ এই প্রতারকের অঞ্জলী ভরি, কর্ তুই দান।

৯১) হৃদয়ে বাজে যে নূপুর
সে যার করকমলে হোক
কিছু যায় আসে না।
আমার মনোরাজ্যে সেই
নিক্বণ জাগায় প্রশ্নাতীত ঘোর।
পদযুগলের মালিকানা বদল
হতে পারে সময়ের সাথে,
এমনকি বদলে যেতে পারে
তারানার বোল;
তবু ঐ নূপুর, বাজবে সুমধুর
যতদিন প্রাণ আর কল্পনা
রবে সমান্তরাল বহমান
গা'বে হারানো দিনের গান।

৯২) খুব রোয়াবি!- ইন্টারনেটে পত্রিকা খুলে
খুঁজে তোর লেখা পড়তে হবে আমাকে?
জানাতে পারিস না?
মৌন বিশ্বাস কর তোর মেইলেই জানলাম
লেখাটা ছাপিযেছে। তুই তো জানিস
আমার স্বভাব, তবু করবি এমনতর রাগ?

৯৩) যা যাবে চলে, গিয়েছে চলে
কেন ফেরানোর অর্থশূন্য
চেষ্টা তাকে নানা ছলে?
আমি তো করি না আশা
পুনরায় পাবার আমাদের
গুঞ্জরনের অদ্বিতীয় ভাষা।
তবু তুই কেন মাঝে মাঝেই
এমন অবুঝ হয়ে উঠিস,
যেখানে আলোর বিচ্ছুরণ
সম্ভব না সুনিশ্চিত জানিস।

৯৪) নিজেকে নিজেই বুঝাবার প্রয়াস পাই-
ব্যাপারটাকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়।
বেশ বড় একটা সময় তোর সাথে ছাড়াছাড়ি,
যা ঘটেছে তারপর তোর নামের পাশে আমার নাম

লেখার সাহসটুকুও যাচ্ছেতাই বাড়াবাড়ি।
অভিক, ঘোর পাপীর ও একটা সফেদ
পবিত্র জায়গা থাকে-তুই আমার তেমনই একটা
স্থান। এই বিদেশ বিভুঁই এ অসহ্য স্বাধীনতায়
আমি প্রতিদিনই করে যাচ্ছি তথাকথিত
পাপ, যখন আপন বিবেকের কাছে বাকী থাকে না
বলার মতো কোন সংলাপ, তখনই ঈশ্বরকে ডাকার
মতো করে তোকে ডাকি; মনে হয় তুই যদি একবার
বলিস, 'মৌন, এটা পাপ কে বলেছে?'-
তাহলেই কেটে যাবে আমার আত্মাভিশাপ।
অভিক, তেমনটা কি আসলেই হবার?

৯৫) রাত জড়ানো স্বপ্নে আমি বহুবার
মাধুরীর বাহুলগ্ন হয়েছি, নন্দিতা দাস
তো প্রায়ঃশই স্বপ্নে আসেন আমার।
কখনো কখনো আদর বিনিময়...
এসবই হয়ে যায়, বাস্তবের শূন্যতাকে
কল্পনা দিয়ে করে ফেলি জয়।
সেদিক বিচার করলে আমার মনের
'সতীত্ব'(!) বিলকুল নেই মৌন।
শুন্, তুই একজন পূর্ণাঙ্গ-পূর্ণবয়স্ক
মানুষ, জৈবিক মানসিক চাহিদা
নির্বাপণের অধিকার তোর রয়েছে,
এতে নেই কোন দোষ।
ঐসব মান্ধাতা আমলের
'প্রান-মন-দেহ' সঁপা টাইপ
ভাবনা ভেবে নিজেকে করিস না
বঞ্চনা। মন দেহ দুটোই আসল
প্রেমের গহনা।

৯৬) আকাশে সহস্র চাঁদের আলো
ভালো লাগছে ভালো লাগছে
লাগছে দারুণ ভালো।
বিদেশী বাতাসে স্বদেশী বন্ধুর সুবাস
বাতাস যে স্বাদু হয় বুঝিনি
পাইনি আগে তেমন আভাস।
প্রতিদিনের ক্ষয়-ক্ষতি
উড়িয়ে দিলাম তোমার জন্যে
হে আমার উদার প্রতীতি।
কিভাবে গড় এমন নির্জলা সত্যের
প্রত্যয়ী মূর্তি??

৯৭) গ্রহণের দহন কাটবেই
জানতে হয় অন্তবর্তীকালীন সহন।
উপগ্রহের মতো আকাশে টহল দেই,
ভূ-তে তুই যা করিস তার কাল্পনিক
ছবি নেই। আমি জানি থামে না কোন
নদী, দূর সমুদ্রের, দেখা না পাওয়া অবধি।
ঘর হবে, বর হবে, ছানাপোনা...
এই যে অস্থিরতা, দেখবি কোন পুরুষালি
ডানাতলে হয়ে যাবে সলিল সমাধি।

৯৮) ধর্, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার মতো
বিশ বছর পর আমাদের দেখা হলো-
ব্যাপারটা কেমন হবে?
-কেমন আর হবে? যে হারে মোটা হচ্ছি
তাতে কুড়ি বছর পর আমি মৌন মহিলা
সুমো হব। বরাতে থাকলে একটা ভেতো বাঙ্গালী
জামাইও সাথে থাকবে, টিনএজ ছেলে-মেয়ে
বিদেশী হবে, সেই কায়দায় মাম্মী-ড্যাডি হাঁকবে।
ধুত্তোর দিন দিন মৌন তুই চিন্তার দিক থেকে
গরীব হয়ে যাচ্ছিস। তোর মনে হয় না,
অতটা সময়ে আমাদের চালসে হবে, ঘষাকাঁচের মতো দৃষ্টিতে
কি আর সেই ছায়া পড়বে সবুজ, নবীন?
তখন কি থাকবে আমাদের মাঝেও
অভিভাবকত্বের এমন বিষ প্রক্রিয়াধীন?
-অভিক, বিশ বছর পরে তুই আজকের মতোই
থাকবি আমি দিব্যি কেটে বলতে পারি।
তোকে দেখে আবার বলব-"তুমি কত না দিন,
রয়ে গেলে ঠিক শ্যাওলাবিহীন"-বহতা জলে
শ্যাওলা জন্মে না। তুই তো ছুটে চলা নদ,
তোর মাঝে বাজবে চিরবসন্তের সরোদ।

৯৯) মৌন, বাতাসে সানাই, কান পাতলে
স্পষ্ট শুনতে পাই। কি পরবি, লেহাঙ্গা,
লাল বেনারশি, না কি ওয়েস্টার্ন? তোর বিয়ে
উপলক্ষে লিখেছি একটা গান। ই-মেইলে
পাঠালাম। My best friend's wedding,
but I can do nothing তোদের জন্যে
পৃথিবীর সকল শুভ কামনা এই আমি
দিতে পারঙ্গম, সবটুকু ভালোবাসা
ফাহিম আর তোর জন্যে, মনে রাখিস
বন্ধু ছিলাম, আছি, থাকব, এই অনুভবে

নেই কোন খাদ, সুন্দর হোক আগামীর
প্রতিটি রাত- প্রভাত।

১০০) অভিক, খুব বড় হয়ে ওঠ-
এ প্রার্থনা করি। তোকে দেয়া কষ্টগুলো
ঢাকা পড়ে যাক্ তোর কর্মে, কোন নতুন লেখা
ঢাউস উপন্যাসে কিংবা সদ্য বাঁধা গানের সুরে।
তোর গীটারের ঝংকারে মেঘে ছাওয়া বেলা
সরে যাক অনেক দূরে। তোর কবিতায় বারোমাসি
বসন্ত ধরা দিক, তোর নির্মাণ এমন হোক যেন
পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলে ছড়ানো প্রতিটি
মানুষের সুখে-দুখে তুই হতে পারিস শরিক।
ভালোবাসা নিস, ভালোবাসা দিস,
হারিয়ে যাস না।

- মৌন অস্ট্রেলিয়াতে ফাহিমকে বিয়ে করেছে। ওর পক্ষে এই দীর্ঘ একাকীত্ব আর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিলো না। অভিকের পাশে আমরা বন্ধুরা ছিলাম কিন্তু মৌনকে অতদূরে একদম একা সব কষ্টের মোকাবেলা করতে হয়েছে। তাই অভিক এর মতে মৌন কোন খারাপ কাজ করেনি। নতুন বিয়ে, মৌন স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশি ব্যস্ত। তবে ওদের যোগাযোগ আছে। ফাহিম অভিকের ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছে ফোনের ই-মেইলের সূত্রে। যাকে ভালোবাসা যায় তার সামান্য অমঙ্গলও কামনা করা যায় না এটা অভিকের বদৌলতে আমিও এখন বিশ্বাস করি। ওহ্, মৌন'র পরিবার কিন্তু ফাহিমের সাথে বিয়েতে কোন আপত্তি করেনি। কারণ ফাহিম মুসলমান।